যুগান্তর

তারিখ 26 DEC 2005
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

কলেজ পর্যায়ে নৈরাজ্য সৃষ্টির আশঙ্কা

আত্তীকরণ বিধিমালা সংশোধন শিক্ষা ক্যাডারে প্রতিক্রিয়া

যুগান্তর রিপোর্ট

চাকরি আত্তীকরণ বিধিমালা-২০০০ সংশোধন নিয়ে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারভুক্ত শিক্ষকদের মাঝে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষকরা বলছেন, সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সমঝোতায় ২০০০ সালে ২৭ নভেম্বর প্রণীত এই বিধিমালার ৯(৩) ধারায় কোন পরিবর্তন আনা হলে শিক্ষা ক্যাডারে কর্মরত শিক্ষকরা কর্মবিরতিসহ কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করবেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অচল করে দেয়া হবে। সংশ্লিষ্টরা জানান, শিক্ষকরা কর্মবিরতি কর্মসূচি দিলে কলেজ পর্যায়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দেবে। কেননা আগামী মে মাসে এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। সূত্র জানায়, বেসরকারি কলেজকে সরকারিকরণ করা হলে সেসব কলেজের

প্রতিক্রিয়া : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

শিক্ষকদের চাকরিও নিয়মিতকরণ (সরকারিকরণ/আত্তীকরণ) করতে হয়। কিন্তু প্রয়োজনীয় যোগ্যতা যেমন- তৃতীয় বিভাগ বা শ্রেণী, প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের অভাব বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকলে সেসব শিক্ষকের চাকরি জাতীয়করণ করা হয় না। বেসরকারি কলেজকে সরকারিকরণ করা হলে সেসব কলেজের শিক্ষকদের চাকরি আত্তীকরণের জন্য ১৯৮১ সালে এবং পরবর্তীতে ১৯৯৮ সালে আত্তীকরণ বিধিমালা তৈরি করা হয়। এই বিধিমালায় নানা রকম জটিলতা দেখা দেয়ায় ২০০০ সালের ২৭ নভেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি ও কলেজ শিক্ষক সমিতির যৌথ সমঝোতায় আত্তীকরণ বিধিমালা-২০০০ তৈরি করা হয়। এই বিধিমালার ৯(৩) ধারায় বলা হয়েছে, এই বিধিমালা জারির আগ পর্যন্ত যেসব কলেজের শিক্ষকদের চাকরি আত্তীকরণ হয়নি তাদের এখন এই বিধিমালার আলোকে আত্তীকরণ করতে হবে। অর্থাৎ আত্তীকরণ যেদিন থেকে হবে সেদিন থেকে তার চাকরির হিসাব গণনা হবে। জানা যায়, বিগত সরকারের আমলে সারাদেশে ১৮টি মহিলা কলেজকে জাতীয়করণ করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন যোগ্যতার অভাবে প্রায় ৩৬১ জন শিক্ষকের চাকরি আত্তীকরণ করা হয়নি।

বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে চাকরি পাওয়া শিক্ষকরা বলছেন, যারা বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে চাকরিতে প্রবেশ করতে পারেনি তারাই এখন অত্যন্ত গোপনে আত্তীকরণ বিধিমালা-২০০০ এর ৯(৩) ধারার পরিবর্তনের ষড়যন্ত্র করছে। তারা বলেন, বিধিমালা সংশোধনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আবেদন করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর জন্য বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তারা বলেন, সব পক্ষের সমঝোতায় প্রণীত বিধিমালা একপক্ষীয়ভাবে সংশোধন করা হলে শিক্ষা ক্যাডারভুক্ত প্রায় ৯ হাজার শিক্ষক চাকরিতে জ্যেষ্ঠতা হারাবেন। এতে শিক্ষা ক্যাডারের প্রশাসনিক জটিলতা সৃষ্টি হবে। তারা অবিলম্বে এই গোপন তৎপরতা বন্ধের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান। তারা বলেন, তাদের দাবি মেনে নেয়া না হলে কলেজগুলোতে ব্যাপক আন্দোলন কর্মসূচি দেয়া হবে। কর্মবিরতি পালন করা হবে। কলেজগুলো অচল করে দেয়া হবে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে শিক্ষার্থীরাই। কেননা আগামী মে মাসে এইচএসসির ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এখন নির্বাচনী পরীক্ষাসহ বিভিন্ন প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ড চলছে।

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির মহাসচিব প্রফেসর এমএ রউফ যুগান্তরকে বলেন, বহু কষ্ট করে বিসিএস পরীক্ষা, বিভাগীয় পরীক্ষা, সিনিয়রিটি পরীক্ষাসহ বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে শিক্ষা ক্যাডারের শিক্ষকরা পদোন্নতি পান, যা বেসরকারি কলেজের শিক্ষকদের বেলায় দরকার হয় না। আত্তীকরণ বিধিমালা-২০০০ পরিবর্তন করা হলে যোগ্যতাসম্পন্ন মেধাবী ক্যাডারভুক্ত শিক্ষকরা জ্যেষ্ঠতা হারাবেন। ফলে শিক্ষা ক্যাডারে প্রশাসনিক জটিলতার সৃষ্টি হবে। তাই এই গোপন ষড়যন্ত্র মেনে নেয়া হবে না। প্রয়োজনে বৃহত্তর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। আগামী ২০ জানুয়ারির আগেই জরুরি বৈঠক ডেকে এ বিষয়ে চূড়ান্ত কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

এ সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক যুগান্তরকে বলেন, এই মুহূর্তে বিষয়টি সম্পর্কে কিছু বলা সম্ভব নয়। কেননা এ ধরনের আবেদন জমা পড়েছে কিনা মনে পড়ছে না। তবে কোন কিছু করা হলে অবশ্যই শিক্ষক স্বার্থবিরোধী কিছু করা হবে না।